দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা, শুক্রবার ২০ চৈত্র ১৪১৫, ৩ এপ্রিল ২০০৯

অর্থনীতি

অর্থনীতি : বিশ্বমন্দা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্ব অর্থনীতিতে চলছে চরম মন্দা। আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির অভাব ও স্বল্পতা। কর্মসংস্থানের সংকোচন, জনবল ছাঁটাই ও বেকার সমস্যার ভয়াবহতা, আয় ও কর্মসংস্থানের অসম বন্টন, দারিদ্র্য বৃদ্ধি অস্থিতিস্থাপক বাজার মূল্য, একবার মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আবার মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস বা দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি, টাকার অবমূল্যায়ন, অতি মূল্যায়ন ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে উৎপাদন ও সরবরাহকারী ও ক্রেতা বিক্রেতার পরিকল্পনা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার নির্দিষ্ট ও নিম্নআয়ের ভোক্তা ও জনগণের প্রকৃত আয় ও ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের শুরুতে মুদ্রাস্ফীতি উল্টা ঘটনায় বিশ্ববাসী অনিশ্চয়তায় নিষ্পেষিত হয়। আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান ও চায়নাসহ প্রায় গোটা বিশ্বে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। অর্থনৈতিক মন্দায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ভোগের কথা ভোক্তারা ভাবতেও পারছে না। এখন বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া সাধারণ ক্রেতারা বাজারে আর কোন অংশ গ্রহণের কথা ভাবতে পারছেন না।

উৎপাদন ও সরবরাহকারীরা ঋণ প্রদান বিনিয়োগ রেশনিং করে চলছে। কেউ উৎপাদন বন্ধ করে ফ্যাক্টরিতে তালা-চাবি ঝুলাচ্ছে। আবার দেশজ উৎপাদন ও জিনিসপত্রের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। দ্রব্যসামগ্রী ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তারা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় বিশ্বাস যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। বড় একটি দেশের উন্নয়ন বলতে বোঝায় সরকারি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন। বেসরকারি খাতের ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধাদি অনেকাংশ কমে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে বিদেশী ক্রেতারা আমদানী কম করছে। কারণ তাদের দেশেও আমদানীকৃত দ্রব্যাদির চাহিদা কমে গিয়েছে। রপ্তানিকারকরা পড়েছে বড় বিপাকে। ভোক্তা, বিনিয়োগ ও রপ্তানী খাত সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা দেশজ উৎপাদন এবং দেশজ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক চাহিদা কমে গিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা দেশের সামগ্রিক চাহিদার ব্যবস্থাপনায় বিপাকে পড়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ চায়না। যেখানে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ লোক বাস করে। ইদানীং ব্যবসায়তন্ত্র সংস্কৃতি গ্রহণের কারণে এতবড় একটা দেশ সবচেয়ে ও দ্রুতগতিতে উন্নতি করে যাচ্ছিল। ২০০৭ সালে যায় growth rate ছিল ১১.২% বিশ্বমন্দার কারণে এই প্রবৃদ্ধি কমে ৫.৮% হয়েছিল। চাইনিজ অর্থনীতির এই স্থবির গতি আর লক্ষ্য করা যায়নি। চায়নায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দেশে বিদেশে কমতে শুরু করেছে। কর্মসংস্থানের অভাব ও সামাজিক অস্থিরতায় ভুগছে বর্তমান চায়না। চায়নাসহ এসব দেশের সরকারি খাত তার নিজস্ব ক্রয় ক্ষমতা ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি আবার তীব্র মন্দার কারণে উৎপাদন, সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং রপ্তানী সুযোগ-সুবিধাগুলো কোনটাই ঠিক করতে পারছে না। এ মুহূর্তে প্রত্যেকটা দেশ চাচ্ছে ওই দেশের সাধারণ মানুষের ভোগ, বিনিয়োগ ও রপ্তানী খাত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক চাহিদা বজায় রেখে মোট দেশজ উৎপাদনকে বাড়াতে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রথম মন্দা ইতিহাস হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাপান থেকে গাড়ি আমদানী চাহিদা আমেরিকার বিশেষভাবে কমে গিয়েছে। অর্থনীতির ইতিহাসে এবারই জাপানীজ কোম্পানীকে লোকসান গুনতে হল। সংকুচিত রপ্তানী বাজার নিয়ে জাপান পড়েছে বিপাকে। আমেরিকার বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বিশেষভাবে কমে গিয়েছে। বিশ্বমন্দা বাংলাদেশকে কিভাবে প্রভাবিত করছে বা করে থাকবে তা আমরা এখনও নিরূপণ করতে পারছি না। বরং আমরা আরো ভালো করছি বা করে থাকব এই মর্মে আশাবাদী। যেমন পোশাক শিল্পে বিশ্ব বাজারে আমাদের আসন দিন দিন উপরে উঠছে। আমরা পোশাক শিল্পের রপ্তানী খাত থেকে বৎসরে ১০ বিলিয়ন ডলারের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পেরেছি। তা আরো অধিকহারে অর্জন করার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। কয়েকদিন আগের খবর, নীট ওয়্যার পোশাক শিল্পে আমরা চীন ও তুরস্ককে ইতোমধ্যে অতিক্রম করে বিশ্ববাজারে প্রথম স্থানে আসীন হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি। আমরা খুবই আশাবাদী ওভেন পোশাকসহ সামগ্রিকভাবে পোশাকশিল্পে মাত্র দু'বৎসরের ভেতরেই বিশ্ববাজারে প্রথম স্থানে উন্নীত হতে পারব। বিশ্বমন্দায় মানুষের সামাজিক চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলো হ্রাস পায় না। তাই আমাদের উচিত হবে বিলাসবহুল বস্ত্রাদির পরিবর্তে নিত্যপ্রয়োজনীয় পোশাকাদি তৈরি ও রপ্তানী বৃদ্ধি করা। উৎপাদন কৌশল আরও নিপুণ করতে হবে যাতে রপ্তানী দ্রব্যাদির দাম কমলেও আমরা কম দামে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারি। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাজারে আমাদের Profit Margin অক্ষুণ্ন রেখে ও নিজস্ব অবস্থান রক্ষা করতে পারব। এভাবে প্রায় সবগুলো রপ্তানী খাতে দ্রব্যাদি তৈরির নেপুণ্যতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আমরাও বিশ্ববাজারের মন্দা মোকাবেলা করতে পারব।

শ্রমিক রপ্তানী খাতও খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করছি না। কারণ আমরা বেশীর ভাগ সময় অর্ধদক্ষ, অদক্ষ এবং কম বেতনের শ্রমিকদের রপ্তানী করে থাকি। এই মন্দা অর্থনীতির পরিস্থিতির ভেতর লিবিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক আমদানী করতে পারবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া শ্রমিক রপ্তানী কমতে শুরু করেছে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের শ্রমিক রপ্তানী হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং তা থেকে প্রবাসী আয় মানসম্পন্ন পর্যায়ে থেকে যেতে পারে। বিশ্বমন্দায় আমাদের আরো একটি সুবিধার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন বাংলাদেশ একটি আমদানী নির্ভরশীল দেশ। অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা খাতে আমরা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করে থাকি। ১৪ কোটি লোকের এ দেশে নারীদের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটির কাছাকাছি। এত বিপুল সংখ্যক নারীদের পোশাকাদি বিশেষ করে থ্রিপিস শাড়ি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আমদানী করে থাকি। বিশ্বমন্দায় মানুষ আয় উন্নতি প্রভৃতি হ্রাস পাওয়ার কারণে পোশাকাদির সামগ্রিক চাহিদা কমে যায়। অর্থাৎ আমদানী প্রধান এই বাংলাদেশে আমরা আগের তুলনায় কম দামে অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারছি। বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতির সময় আমদানীকৃত অনেক কিছুই আমাদের বেশি দামে কিনতে হতো যেগুলো এখন আমরা তুলনামূলক কম দামে কিনতে পারছি।

বিশ্বমন্দা আমাদের উৎপাদন ও রপ্তানী খাতের ক্ষতির কারণ হবে না এরকম ভেবে বসে থাকা উচিত নয়। আমাদের উৎপাদন ও রপ্তানী খাতের নৈপুণ্যতা বাড়াতে হবে। কম দামে হলেও শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অধিক পরিমাণে কাঁচামাল আমদানী করে শিল্প ও কৃষি খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে, ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বাড়িয়ে, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টি করে এই বিশ্বমন্দা অর্থনীতির ভেতর থেকেই আমাদের আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং আয় উন্নতি প্রবৃদ্ধির সুসম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুষ্ঠু পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

❑ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি